কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 01 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

প্রশ্ন ফাঁস ও উত্তর জোগানে জড়িত অন্তত পাঁচ চক্র

চুক্তি হয় মাথাপিছু তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকায়

রেজওয়ান বিশ্বাস ও রফিকুল ইসলাম

নিয়োগ পরীক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা—যেকোনো পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে অন্তত পাঁচটি চক্র সক্রিয় রয়েছে রাজধানীতে। তারা নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে পরীক্ষক বা শিক্ষকের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে পরীক্ষার্থীদের কাছে পাঠায়। প্রশ্ন সরবরাহ ও উত্তর জোগানের এ প্রক্রিয়ায় কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে চক্রগুলো।

এসব চক্রের মূলে এলাকাভিত্তিক সিন্ডিকেট থাকলেও 'প্রশ্ন বিশেষজ্ঞ' হিসেবে থাকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা। তারা কখনো পার্টনার হিসেবে, কখনো প্রশ্ন সমাধানে চুক্তিবদ্ধ হয়ে জালিয়াতিতে সহায়তা করে। জালিয়াতিচক্রের কয়েকজন সদস্য, গোয়েন্দা সংস্থা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে এমন তথ্য জানা গেছে।

এদিকে ঢাকা ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িত সন্দেহে ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার অভিযান

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

প্রশ্ন ফাঁস ও উত্তর জোগানে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল তাদের প্রত্যেকের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।

গ্রেপ্তারকৃতদের দেওয়া তথ্যের বরাত দিয়ে ডিবি দাবি করেছে, প্রশ্নপত্রের বিনিময়ে তারা শিক্ষার্থীপিছু তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা নিত। শিক্ষার্থীর মূল সনদ জিম্মায় রাখত, টাকা পাওয়ার পর সনদ ফিরিয়ে দিত।

গত শুক্রবার 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার সময় ভিজিটাল ডিভাইস নিয়ে মোহাম্মদপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে আটক ভর্তীচ্ছু হাসিবুল হাসান সামুর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জালিয়াতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থীকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেছে প্রশাসন।

সামু প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের প্রথম বর্ষের ফরহাদ হোসেন ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের একই বর্ষের ইমরুল কায়েস শুভ পরীক্ষায় জালিয়াতিতে সহায়তা করেছেন। এ তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবারই অমর একুশে হলের ৬৩৮ নম্বর কক্ষে অভিযান চালানো হয়। কিন্তু তাঁদের আটক করা সম্ভব হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর এম আমজাদ আলী বলেন, গোয়েন্দা তথ্য ও ভর্তীচ্ছুর জবানবন্দির পরিপ্রেক্ষিতে জালিয়াতিতে জড়িত থাকায় দুই শিক্ষার্থীকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। কেন আজীবন বহিষ্কার করা হবে না—এমন কারণ দর্শানোর নোটিশও দেওয়া হবে।

জালিয়াতচক্রের কিছু সদস্যের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের ছোতারা নানা কৌশলে কেন্দ্র থেকে প্রশ্নপত্র বের করে। ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে বা আর্থিক সুবিধা দিয়ে প্রশ্নপত্র বের করা হয়। যেমন, ঢাকা কলেজের নেতারা ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে কলেজ থেকে প্রশ্নফাঁস করেন। আর সমাধান করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থীরা।

প্রসঙ্গত, রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার, লালমাটিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, আজিমপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, তেজগাঁও কলেজ ও বদরুননেসা কলেজ থেকে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ ও লালমাটিয়া কলেজকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে।

সক্রিয় পাঁচ চক্র : অনুসন্ধানে জানা গেছে, যেকোনো পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পাঁচটি চক্র সক্রিয় থাকে। এগুলোর একটি হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল, একটি শহীদুল্লাহ হল, একটি সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, একটি ঢাকা কলেজ ও একটি তেজগাঁও কলেজকেন্দ্রিক। চক্রের কেন্দ্রে রয়েছে ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলকেন্দ্রিক চক্রের নেতৃত্বে রয়েছে ময়মনসিংহ অঞ্চলের কিছু নেতাকর্মী। তারা প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে মুঠোফোনে খুদে বার্তার মাধ্যমে উত্তর পাঠায়। কেন্দ্র থেকে প্রশ্ন নিয়ে হল কিংবা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বসে প্রশ্নের সমাধান করা হয়। সম্প্রতি এ চক্রের একজন সদস্য র‍্যাবের হাতে ধরা পড়েছেন। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। মুহসীন হলের ৩১৯ নম্বর কক্ষে থাকতেন।

শহীদুল্লাহ হলকেন্দ্রিক চক্রের সঙ্গে রয়েছেন জুয়েল রানা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী। তাঁর সদস্যরা মূলত বিজ্ঞান ও গণিত সম্পর্কিত বিষয়ের সমাধান বের করত। পরে অন্যান্য বিষয়ের সমাধান বের করায় পারদর্শীদের সঙ্গে নিয়ে নিজেই বড় সিন্ডিকেট গড়েছেন।

ঢাকা কলেজকেন্দ্রিক চক্রটি প্রশ্ন ফাঁসের 'মহাগুরু'। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মাঝে প্রচার রয়েছে, সব ধরনের প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায় এখানে। নেতাকর্মীরা কলেজ শিক্ষকের মাধ্যমে প্রশ্ন নিয়ে আবাসিক হলে বসে সমাধান করে। পরে উত্তর চুক্তিবদ্ধ পরীক্ষার্থীর কাছে পাঠায়। সিট ঢাকা কলেজ কেন্দ্রে পড়লে পরীক্ষার্থীকেই কলেজের আবাসিক হলে নিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করার নজির রয়েছে।

গোপালগঞ্জ এলাকার নেতাকর্মীদের আধিপত্যে চলে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলকেন্দ্রিক চক্রটি। শুক্রবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক' ইউনিটের পরীক্ষার উত্তর সরবরাহের চুক্তির সময় ঢাকা কলেজের মনোবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী মানিক শেখ আটক হয়। তিনি গোপালগঞ্জ অঞ্চলের কাজী কৌশিকের মাধ্যমে জালিয়াতি করেন। এ চক্রের মাধ্যমে সম্প্রতি অগ্রণী ব্যাংকের নিয়োগ পরীক্ষা চলাকালে একটি কক্ষে প্রশ্নপত্র নিয়ে সমাধান করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

ঢাকা কলেজ শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ঢাকা কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম চয়ন ও যুগ্ম সম্পাদক রাশেদ জুয়েল প্রশ্নপত্র জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত। প্রশ্ন জালিয়াতির মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা আয় করেছে তারা।

তেজগাঁও কলেজকেন্দ্রিক চক্রটি পরীক্ষা শুরুর আগে কায়দা করে প্রশ্ন সংগ্রহ করে। ফার্মগেট অঞ্চলের কয়েকটি কোচিং সেন্টারের শিক্ষকদের দিয়ে সমাধান বের করা হয়। এ চক্রের সঙ্গে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের শিক্ষার্থীরাও।

প্রশ্নপত্রের দাম তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা

গ্রেপ্তারকৃতদের তথ্যের বরাত দিয়ে ডিবি দাবি করেছে, প্রশ্নপত্রের বিনিময়ে তারা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা নিত। মূল সনদ জিম্মায় রাখা হতো। টাকা পাওয়ার পর সনদ ফিরিয়ে দিত। গতকাল শনিবার দুপুরে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) জনসংযোগ দপ্তরে অনুষ্ঠিত এক ব্রিফিংয়ে ডিবির উপকমিশনার শেখ নাজমুল আলম এ কথা বলেন। তিনি বলেন, তারা ইন্টারনেট রিষয়ে এক্সপার্ট হওয়ায় ফোন ও হোয়াটস অ্যাপে প্রশ্নপত্রের লিংক দিয়ে দিত। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে (ফেসবুক) ভর্তীচ্ছুদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত তারা।

ডিবি সূত্র জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক' ইউনিটের ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে সংঘবদ্ধ চক্রের তৎপরতা শুরু হলে ডিবির বিশেষ টিম তাদের গ্রেপ্তার করতে অভিযান শুরু করে। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত রাজধানীর তেজগাঁও ও দোলাইখাল এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২২ জনকে আটক করা হয়। তাদের মধ্যে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে ১৭ জনকে। তাদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীদের এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার মূল সনদপত্র, ট্রান্সক্রিপ্ট, মোবাইল ফোন, হোয়াটস অ্যাপে পাঠানো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, ফেসবুকে যোগাযোগ এবং অ্যাড দেওয়ার কথাবার্তার ডাউনলোডকৃত কপি উদ্ধার করা হয়।

ডিবি সূত্র জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে খবর পেয়ে প্রথমে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের সামনে থেকে চক্রের হোতা জোবায়ের হোসেনকে আটক করা হয়। পরে তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী অন্যদের আটক করা হয়।